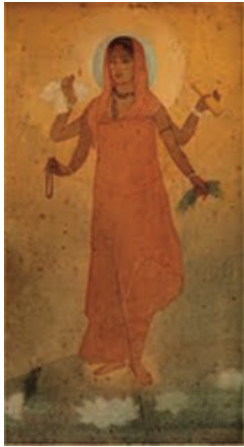




৮০- তম স্বাধীনতা
দিবসে সন্মর্শন পরিবারের
সকলকে প্রণাম



Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957
প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় মাস, একবিংশ সংখ্যা, শনিবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, শ্রাবণ ২৯, ইংরিজি ২০২৬, আগস্ট ১৫



ড্রোনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা পৌঁছাল ডাক বিভাগ

নয়াদিল্লি: স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশপ্রেম, জনপরিষেবা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের এক অভিনব নজির তৈরি করল ডাক বিভাগ। হিমাচল প্রদেশে মান্ডি হেড পোস্ট অফিস থেকে ড্রোনের মাধ্যমে রেহারধার শাখা ডাকঘরে জাতীয় পতাকা তেরঙ্গা পৌঁছে দিল ইন্ডিয়া পোস্ট। ইন্ডিয়া পোস্টের ইতিহাসে এই প্রথম ড্রোনের মাধ্যমে তেরঙ্গা পৌঁছে দেওয়া হল।

যোগাযোগ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া ভার্যুয়ালি এই উদ্যোগের উদ্বোধন করেন এবং গোটা প্রক্রিয়াটি প্রত্যক্ষ করেন। মান্ডি হেড পোস্ট অফিস থেকে ড্রোন উডয়নের সরাসরি দৃশ্য দেখার পাশাপাশি তিনি ডাক বিভাগের আধিকারিক এবং ড্রোন পরিচালনাকারীর সঙ্গে কথা বলেন। এরপর ড্রোনটি রেহারধার শাখা ডাকঘরে পৌঁছলে ডাক বিভাগের কর্মীরা তেরঙ্গা বহনকারী পার্সেলটি গ্রহণ করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তা এক প্রাক্তন সেনাকর্মীর হাতে তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, হিমাচল প্রদেশের আকাশপথে তেরঙ্গার এই যাত্রা নতুন ভারতের সেই মানসিকতার প্রতীক, যে ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছেতে বন্ধপরিকর। এবারের স্বাধীনতা দিবস আরও তাৎপর্যপূর্ণ বলেও তিনি উল্লেখ করেন, কারণ দেশ ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। জাতীয় গৌরব, জনসেবার মানসিকতা এবং বিকশিত ভারতের আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে বাঁধছে এই উদ্যোগ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, তেরঙ্গা শুধু প্রতিটি বাড়িতে থাকা উচিত নয়, প্রতিটি ভারতীয়ের হৃদয়েও থাকা উচিত। সেই ভাবনাকে সামনে রেখে ‘হর ঘর তেরঙ্গা’ অভিযানে ইন্ডিয়া পোস্টও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নাগরিকদের কাছে জাতীয় পতাকা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে ডাক বিভাগ, যাতে মানুষ নিজের বাড়ি থেকেই জাতীয় গৌরবের এই উদযাপনে অংশ নিতে পারেন।

মান্ডি থেকে রেহারধার পর্যন্ত ড্রোনে পতাকা পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগ দেখিয়ে দিল, কীভাবে আধুনিক প্রযুক্তি ইন্ডিয়া পোস্টের বিস্তৃত ডাক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শেষ প্রান্তের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে পারে। বিশেষত দুর্গম ও কঠিন ভৌগোলিক অঞ্চলে প্রচলিত পরিবহণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা থাকলে ড্রোনের মাধ্যমে ডাক ও অন্যান্য জনপরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

এই লক্ষ্যেই হিমাচল প্রদেশ এবং অসমের ১৫০টি চিহ্নিত রুটে ড্রোন-ভিত্তিক ডাক পরিবহণ ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা করেছে ডাক বিভাগ। দুর্গম এলাকায় দ্রুত ও কার্যকরভাবে ডাক পৌঁছে দেওয়া এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করাই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রযুক্তিনির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সংযুক্ত বিকশিত ভারত গড়ার ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডাক বিভাগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পথে এগোচ্ছে। দুর্গম এলাকায় মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছে দফতর।

ডাক বিভাগের দীর্ঘদিনের মূলমন্ত্র ‘ডাক সেবা, জন সেবা’-কে সামনে রেখে ড্রোন প্রযুক্তির এই ব্যবহার ভবিষ্যতে দেশের দুর্গম অঞ্চলে দ্রুত ডাক ও জনপরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাতে পারে।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির ভাষণ

আমার প্রিয় দেশবাসী,

নমস্কার!

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এই জাতীয় উৎসব উপলক্ষে আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের দেশ স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষে পদার্পণের পবিত্র সূচনা প্রত্যক্ষ করবে। দেশে এবং বিদেশে বসবাসকারী সমস্ত ভারতীয় অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই উৎসব উদযাপন করেন। আমাদের তেরঙ্গা আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক। আমরা অপারিসীম গর্বের সঙ্গে তা উত্তোলন করি। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতমাতা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতের ভাগ্যের নির্মাতা হয়ে উঠেছিলেন প্রতিটি নাগরিক। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হল প্রত্যেক নাগরিক যাতে নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ পান এবং ভারতকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করা।

উন্নয়নের প্রতি নিবেদিত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা, উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী, পরিশ্রমী শ্রমিক এবং আমাদের অন্নদাতা কৃষক—সকলেই নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশ গঠনে অবদান রাখছেন। প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ, কারুশিল্পী ও শিল্পী, দূরদর্শী বুদ্ধিজীবী, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত পরিশ্রমী মানুষ, তাঁদের সেবায় নিবেদিত জনপ্রতিনিধি, বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক, কর্তব্যনিষ্ঠ সরকারি কর্মী, আমাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখা বড় ও ছোট বিনিয়োগকারী, নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী এবং স্বচ্ছতা অভিযানের সামনের সারির কর্মী সমস্ত সাফাই মিত্র—সকলেই দেশের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

বিভিন্ন পেশা ও কর্মকাণ্ডে যুক্ত অসংখ্য নাগরিক এবং আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত মৌলিক কর্তব্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালনকারী প্রত্যেক নাগরিকও দেশ গঠনের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশীদার। আমি তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তিন সশস্ত্র বাহিনী, সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং সমস্ত পুলিশকর্মীর কর্তব্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার জন্য আমি বিশেষভাবে তাঁদের প্রশংসা করি। বিশ্বমঞ্চে ভারতের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধিতে অবদান রাখা ভারতীয় প্রবাসী এবং আমাদের দূতাবাসগুলিতে কর্মরত আধিকারিকদেরও আমি প্রশংসা করি।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আমরা ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলছি। অস্ত্রোদয়ের চেতনায় পরিচালিত হয়ে আমাদের সংকল্প হল উন্নয়নের সুফল যেন প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছয়। আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আধুনিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছি। বেদবাক্য—‘বয়ং রাষ্ট্রে জাগুয়াম’—আমাদের সর্বদা দেশের সেবায় প্রস্তুত থাকার প্রেরণা জোগায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষ একটি সাধারণ লক্ষ্য—ভারতের স্বাধীনতা—নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।

স্বদেশি আন্দোলনের সময় ‘বন্দে মাতরম’ গণমানুষের গানে পরিণত হয়েছিল। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অগণিত ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বাবাসাহেব ড. ভীমরাও আম্বেদকর সামাজিক সংস্কার ও দেশপ্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শকে ধারণ করেছিলেন। ভারতমাতার সেই সমস্ত মহান সন্তান ও কন্যাদের প্রতি আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই, যাঁদের আদর্শ আমাদের দেশকে স্বাধীনতার পথে এবং পরবর্তীকালে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করেছে।

আজ, ১৪ আগস্ট, আমরা বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস পালন করছি। দেশভাগের ফলে সংঘটিত হিংসায় প্রাণ হারানো লক্ষ লক্ষ ভারতীয় এবং বাস্তবচ্যুতির মর্মান্তিক পরিণতি ভোগ করতে বাধ্য হওয়া মানুষদের আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। সাম্প্রদায়িক হিংসার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শরণার্থী হতে হয়েছিল এবং দেশভাগের ভয়াবহতা সহ্য করতে হয়েছিল। তবুও তাঁরা তাঁদের পরিচয় বিসর্জন দেননি। স্বাধীনতার সময় দেশভাগের গুরুতর পরিণতির পাশাপাশি সদ্য স্বাধীন ভারতের সামনে ৫৫০টিরও বেশি দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করার এক অসাধারণ চ্যালেঞ্জও ছিল। সর্দার প্যাটেল রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে দেশীয় রাজ্যগুলিকে আমাদের স্বাধীন গণতন্ত্রের সঙ্গে একীভূত করেছিলেন। আধুনিক ভারতের ঐক্যের স্থপতি লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পবিত্র স্মৃতির প্রতি কৃতজ্ঞ জাতির পক্ষ থেকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আমার প্রিয় দেশবাসী, ভারতের জনগণের দ্বারা প্রণীত সংবিধান জনঅংশগ্রহণের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশ, যা গণতন্ত্রের আঁতুড়ঘর, তার মানুষের মধ্যে জনঅংশগ্রহণের চেতনা বরাবরই অন্তর্নিহিত রয়েছে। নতুন উদ্যমে আমাদের দেশবাসী সেই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি আমাদের গণতন্ত্রের এক অনুপ্রেরণাদায়ক সাফল্য। মর্যাদা ও সুযোগের সমতা এবং ব্যক্তির মর্যাদা আমাদের সংবিধানের অন্যতম প্রিয় আদর্শ। আজ সাধারণ



পরিবার ও সাধারণ পটভূমি থেকে উঠে আসা মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রাখছেন। এটি আমার বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে যে আজকের ভারতে প্রত্যেকেই বড় স্বপ্ন দেখতে পারেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নও করতে পারেন। আমাদের সংবিধান নির্বাহী, আইনসভা এবং বিচার বিভাগের দায়িত্ব স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেছে। আইনসভায় জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে কণ্ঠ দেওয়া তাঁদের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব। নির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব হল দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থে নীতি বাস্তবায়ন করা। বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হল নিশ্চিত করা যে সম্পদের অভাবে কেউ যেন বিচার থেকে বঞ্চিত না হন। সমাজের বঞ্চিত অংশের মানুষ-সহ সমস্ত নাগরিকের সময়মতো এবং মর্যাদার সঙ্গে ন্যায়বিচারের সমান সুযোগ থাকা উচিত।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

গত এক দশকের কিছু বেশি সময়ে আমাদের দেশ প্রত্যক্ষ করেছে যেমন, দ্রুত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন; ঐতিহ্য ও উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধনকে অগ্রাধিকার; উন্নয়নের পথে বহু দশক ধরে চলতে থাকা অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার অপসারণ।

আমাদের দেশ মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের ২০০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করছে। মহাত্মা ফুলে এবং ক্রান্তিজ্যোতি সাবিত্রীবাই ফুলে সামাজিক ন্যায়, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমতার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছিলেন। তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করে গত কয়েক বছরে জাতীয় স্তরে সমাজের বঞ্চিত অংশের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপিত হয়েছে।

২৫ কোটিরও বেশি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনা হয়েছে।

বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার মাধ্যমে প্রায় ৫৯ কোটি হিসাবধারী ব্যক্তিিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩২ কোটিরও বেশি হিসাবধারী মহিলা। বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার মাধ্যমে ৮০ কোটিরও বেশি মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। আয়ুত্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা ৬০ কোটি মানুষকে দেওয়া হয়েছে। কিমান সম্মান নিধি এবং কিমান ফ্রেডিট কার্ড-এর মাধ্যমে কৃষিকাজ, দুগ্ধ উৎপাদন, পোলট্রি, মৎস্যচাষ এবং মৌমাছি পালনের মতো কাজে যুক্ত কৃষকদের সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে শক্তিশালী সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত উন্নয়ন দ্রুত ও টেকসই হয়। আজ দেশে এই সচেতনতা বাড়ছে যে সাংস্কৃতিক গর্ব জাতির অভ্যন্তরীণ শক্তিকে আরও দৃঢ় করে। আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের সমৃদ্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিক আচরণের ঐতিহ্য দিয়ে গেছেন। আমরা ঐতিহ্য ও উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে এগিয়ে চলছি।

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম এবং সর্বোত্তম ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। এখন ছোট গ্রাম্য দোকান এবং ফুটপাথের দোকানেও ডিজিটাল পেমেন্ট সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি তাৎক্ষণিক ডিজিটাল লেনদেন ভারতে হয়। ভারতবাসী এবং সরকার সম্মিলিতভাবে বিশ্বের সামনে ডিজিটাল বিপ্লবের এক উদাহরণ স্থাপন করেছে। প্রযুক্তির ব্যবহার করে সরকার স্বচ্ছভাবে মানুষের কাছে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের দেশে মহাসড়ক, জলপথ, রেলপথ ও বিমানপথের মতো আধুনিক পরিকাঠামোর অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটেছে। এর ফলে নতুন উদ্যোগের সুযোগ তৈরি হচ্ছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ছে।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চলা যুদ্ধ ও অস্থিরতা প্রতিটি দেশকেই প্রভাবিত করছে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও আমাদের অর্থনীতি বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে এগিয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক পূর্বাভাস অনুযায়ী, ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির হার বিশ্বব্যাপী গড় বৃদ্ধির হারের দ্বিগুণেরও বেশি হতে পারে। আত্মনির্ভর ভারত অভিযান আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং জাতীয় নিরাপত্তার ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করেছে। আধুনিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রেও ভারত বিশ্বস্তরে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমাদের দেশ ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কয়েকটি লক্ষ্য নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করেছে। গত কয়েক বছরে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির বিকাশ অভূতপূর্ব গতি পেয়েছে। জাতীয় স্বার্থই আমাদের বিদেশ নীতির ভিত্তি। শান্তি, সহযোগিতা, সংলাপ এবং বসুন্ধেব কুটুম্বকম-এর আদর্শ আমাদের বিদেশ নীতির স্তম্ভ। অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানো এবং পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী করার জন্য আমরা বহু দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করছি। গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির মধ্যে আমরা নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছি। বিশ্বমঞ্চে আমাদের দেশের মর্যাদা বেড়েছে। আমরা নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি। রাষ্ট্রসংঘ এবং অন্যান্য

দ্বিতীয় পাতায়

হোমিওপ্যাথি বাদে অন্য পদ্ধতিতে চিকিৎসায় না

নয়াদিল্লি: হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের অন্য কোনও চিকিৎসাপদ্ধতি চর্চা সংক্রান্ত নিয়ম নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল ন্যাশনাল কমিশন ফর হোমিওপ্যাথি (এনসিএইচ)। প্রযোজ্য বিধানগুলি যাতে সঠিকভাবে এবং যথাযথ নিয়ামক পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা ও উপস্থাপন করা হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই স্পষ্টীকরণ জারি করা হয়েছে।

ন্যাশনাল কমিশন ফর হোমিওপ্যাথি (পেশাগত আচরণ, শিষ্টাচার ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের নৈতিকতার বিধি), ২০২২-এর বিধি ৩৬(ওয়াই) অনুযায়ী, কোনও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হোমিওপ্যাথি ছাড়া অন্য কোনও চিকিৎসাপদ্ধতি চর্চা করতে পারবেন না।

তবে একই বিধির শর্তাংশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা কোনও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসককে জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি অথবা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের পরিচালিত অন্য কোনও কর্মসূচির অধীনে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া থেকে বাধা দেয় না, যদি সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক সক্ষম কর্তৃপক্ষের স্বীকৃত বা নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কিংবা কোর্স সম্পন্ন করে থাকেন।

এনসিএইচ আরও ন্যাশনাল কমিশন ফর হোমিওপ্যাথি (হোমিওপ্যাথি স্নাতক ডিগ্রি কোর্স—ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি বা বিএইচএমএস), ২০২২-এর বিধি ১৪-এর উপ-বিধি (৭)-এর কথাও উল্লেখ করেছে। এই বিধিতে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় স্নাতকদের ভূমিকার স্বীকৃতি রয়েছে। কমিশনের বক্তব্য, বিধি ৩৬ (ওয়াই)-এর মূল বিধান এবং তার শর্তাংশ—দুই ক্ষেত্রেই একসঙ্গে বিবেচনা করা জরুরি। শুধুমাত্র অন্য চিকিৎসাপদ্ধতি চর্চার ওপর নিষেধাজ্ঞার অংশটি তুলে ধরলে নিয়মটির সম্পূর্ণ নিয়ামক অবস্থান প্রতিফলিত হয় না। এনসিএইচ-এর এই স্পষ্টীকরণের উদ্দেশ্য হল সংশ্লিষ্ট বিধানগুলি যাতে সঠিকভাবে, সম্পূর্ণভাবে এবং যথাযথ নিয়ামক পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা ও প্রচার করা হয়, তা নিশ্চিত করা।

ভারতীয় সেনার খেলোয়াড়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাজনাতের

নয়াদিল্লি: সদ্য সমাপ্ত ২০২৬ গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ৮টি সোনা, ৭টি রূপো ও ১টি ব্রোঞ্জ-সহ মোট ১৬টি পদক জয়ী ভারতীয় সেনার ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। শুক্রবার কর্তব্য ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সেনা ক্রীড়াবিদদের সাফল্যের জন্য তাঁদের অভিনন্দন জানান তিনি।

গেমসে ভারত মোট ৩৯টি পদক—১৩টি সোনা, ১৭টি রূপো এবং ৯টি ব্রোঞ্জ—জয় করেছে। এর মধ্যে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা মোট ১৮টি পদক জিতেছেন। ভারতীয় সেনার সদস্যরা জিতেছেন ১৬টি এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর সদস্যরা জিতেছেন ২টি পদক। ক্রীড়াবিদদের সাফল্যের প্রশংসা করে রাজনাথ সিংহ বলেন, আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামঞ্চে শারীরিক ও মানসিক চাপ অতিক্রম করে দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনা ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্রীড়াবিদদের দৃঢ় মানসিকতা ও আত্মবিশ্বাস প্রশংসনীয়। তাঁদের এই সাফল্যকে ‘অসাধারণ’ আখ্যা দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের বাকি অংশ

প্রথম পাতার পরে মাননীয়া রাষ্ট্রপতির ভাষণের বাকি অংশ
বহুপাক্ষিক সংগঠনে যাতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থাকে, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি। আমাদের দেশের এই প্রচেষ্টা বহু দেশের কাছ থেকে শক্তিশালী সমর্থন পেয়েছে। আমার প্রিয় দেশবাসী, ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর আমাদের মতোই অধিকার রয়েছে। আমাদের কোনও কাজের ফলে যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সেই অধিকার সামান্যতমও ক্ষুণ্ণ না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁদের জন্য প্রকৃতির আরও সমৃদ্ধ ভাণ্ডার রেখে যেতে আমাদের সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আমাদের ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাঁওতালি ভাষার একটি সহজ গানে গভীর বার্তা রয়েছে। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুরচিত সেই গানের কয়েকটি পংক্তি হল—

দারে গুজুগ কান নেয়েল তে

মিরু চেনেই রাগ বায়াহা দয়া হয়া গে।

গুজুগ কান আপোয়াগ জাতি ধরম দারে

ছেদাগ বাবোন রাগ বায়াহা আবো আনা নেয়েল তে।

এই গানে কবি একটি গাছ সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়ায় শোকে কাতর একটি তোতাপাখির কান্নার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন: “ও আমার প্রিয় ভাইয়েরা! একটি মরে যাওয়া গাছ দেখে তোতাপাখি বিলাপ করছে। ও আমার ভাইয়েরা! মানুষের সংস্কৃতির বৃক্ষ যখন ধ্বংস হচ্ছে, তখন আমরা মানুষ কেন শোক করি না?” এই গানের বার্তা হল, প্রকৃতি এবং মানবিক মূল্যবোধ রক্ষায় প্রত্যেক মানুষকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে। একটি সবুজ-শ্যামল গাছ মানবসমাজের নৈতিক আদর্শ ও কল্যাণের প্রতীক। ‘এক পেড় মা কে নাম’ এবং ‘লাইফস্টাইল ফর এনভায়রনমেন্ট’ বা ‘লাইফ’-এর মতো অভিযানের চেতনায় আমাদের ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিতভাবে পরিবেশ রক্ষায় প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের মেয়েদের অসাধারণ সাফল্য দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। একই সঙ্গে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা ড্রোন দিদি থেকে শুরু করে বায়ুসেনার ফাইটার কমব্যাট লিডার পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। সম্প্রতি সমগ্র গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের মোট ১৩টি সোনার পদকের মধ্যে ৮টি জিতেছেন মহিলারা। আমাদের নারীরা ক্রমশ অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন। ১০ কোটিরও বেশি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য। ৩ কোটি লাখপতি দিদি তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। এখন দেশ আরও ৩ কোটি নতুন লাখপতি দিদি তৈরির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। মুদ্রা যোজনার অধীনে আর্থিক সহায়তা পাওয়া উদ্যোক্তাদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই মহিলা।

নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রের নেতৃত্বের ভূমিকাতেও তাঁদের দেখা যাচ্ছে। নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগকারী মহিলাদের সংখ্যা বাড়ছে—এটি আমাদের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ২০২৩ সালে ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ প্রণীত হয়েছে, যার উদ্দেশ্য লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণ করা। এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হলে নেতৃত্বে নারীদের ভূমিকা আরও বাড়বে এবং আমাদের গণতন্ত্র আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে উঠবে।

আমাদের দেশের ৬৫ শতাংশ মানুষ ৩৫ বছরের নিচে। এই তরুণ জনসংখ্যাই আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। দেশের যুবসমাজ প্রতিভাবান, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং দক্ষ। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তরুণরা তৃণমূল স্তরে যে উদ্ভাবনী ও বাস্তবসম্মত সমাধান তৈরি করছেন, আমি তা দেখেছি। এটি সমাজ ও দেশের প্রতি আমাদের যুবসমাজের নিষ্ঠার পরিচয়। মাত্র ২৮ বছর গড় বয়সের একটি তরুণ দলের সাম্প্রতিক সফল রকেট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে মহাকাশ অনুসন্ধানের এক নতুন পর্বের সূচনা হয়েছে। আমাদের বহু তরুণ স্বনিয়োজিত হওয়ার পথে এগিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সংস্কৃতি গ্রহণ করছেন। তরুণ উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ আমাদের দেশে একটি শক্তিশালী স্টার্ট-আপ বাস্তুতন্ত্র তৈরি করেছে। বিশ্বের বড় বড় সংস্থাগুলি ভারতীয় যুবকদের প্রতিভা ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে তাঁদের নেতৃত্বের দায়িত্ব দিচ্ছে। এই তরুণ সফল ব্যক্তিরা সারা বিশ্বে ভারতের যুবশক্তির মর্যাদা বাড়িয়েছেন। আমাদের তরুণ প্রজন্ম ভারতের উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের প্রতি আমার বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করছে।

আমাদের ছাত্রছাত্রীরাই ভারতের ভবিষ্যতের নির্মাতা। জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সরকার ও সমাজকে যেমন ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, তেমনই আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে প্রত্যেককে সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টায় অংশ নিতে হবে। সরকারি পরীক্ষা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সুযোগের দরজা খুলে দেয়। এই পরীক্ষাগুলির সংস্কারের জন্য সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই সংস্কারের উদ্দেশ্য হল সরকারি পরীক্ষায়

অসাধু পদ্ধতির ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা এবং পরীক্ষাব্যবস্থাকে যুবসমাজের জন্য আরও স্বচ্ছ, নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং উদীয়মান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে যুবসমাজের সামনে নানা ধরনের নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এই নতুন সুযোগগুলি কাজে লাগিয়ে আমাদের তরুণরা সাফল্যের নতুন পথে এগিয়ে যেতে পারেন। আমাদের যুবসমাজের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা দেশের ভবিষ্যতের অন্যতম ভিত্তি। পরিবার এবং সমাজেরও দায়িত্ব রয়েছে আমাদের যুবসমাজকে উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করার। যুবসমাজের বিকাশ এবং দেশ গঠনের মাধ্যম হিসেবে খেলাধুলাকে গ্রহণ করা হচ্ছে। খেলাধুলার প্রসারে সরকার অতুতপূর্ব বিনিয়োগ করছে। এই প্রচেষ্টার ফলও পাওয়া যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমাদের ক্রীড়াবিদদের পারফরম্যান্স ও সাফল্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আমাদের দেশে বিশ্বের বৃহত্তম তরুণ জনসংখ্যা থাকলেও প্রবীণ নাগরিকের সংখ্যাও বাড়ছে। প্রবীণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সরকার একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। ৭০ বছর বা তার বেশি বয়সের প্রায় ৬ কোটি প্রবীণ নাগরিক বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা নিতে পারেন। সামগ্রিকভাবে সমাজের উচিত প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া, তাঁদের মধ্যে আপনজনের অনুভূতি তৈরি করা এবং তাঁদের আত্মমর্যাদা বজায় রাখা।

আমার প্রিয় দেশবাসী, মানবতার বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার ঐতিহ্য নিয়ে আমরা গর্বিত। ২৬ জুলাই আমরা কার্গিল বিজয় দিবস পালন করেছি। এর আগে ৭ মে আমরা অপারেশন সিঁদুর শুরু হওয়ার এক বছর পূর্তি স্মরণ করেছি। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অতুলনীয় বীরত্বকে আমরা স্মরণ করেছি। সন্তাসবাদের বিরুদ্ধে সেই ঐতিহাসিক অভিযান নির্ভুলভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। এটি সন্তাসবাদী এবং তাদের মদতদাতাদের কাছে স্পষ্ট ও দৃঢ় বার্তা পাঠিয়েছে যে তারা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, তাদের নিজেদের কর্মকাণ্ডের পরিণতি ভোগ করতে হবে। সন্তাসবাদকে আশ্রয়দানকারী দেশের সঙ্গে সিন্ধু জল চুক্তি স্বিগিত করা আমাদের জাতীয় স্বার্থে, বিশেষত কৃষকদের স্বার্থে, একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে নকশালবাদ দেশের সামনে একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে ছিল। ভারতকে নকশালমুক্ত করা একটি বড় সাফল্য। যে অঞ্চলগুলি একসময় নকশালবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, আজ সেখানে উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই অঞ্চলগুলিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন চলছে। বস্তুর অলিম্পিকসে বিপুল সংখ্যক খেলোয়াড় অংশ নিয়েছেন এবং বস্তুর পাণ্ডুমে বহু শিল্পী তাঁদের প্রতিভা তুলে ধরেছেন, যা বিপুল সংখ্যক মানুষ উপভোগ করেছেন।

জাতীয় গৌর্য রক্ষার জন্য নির্মিত এবং মারাঠা সামরিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত ১২টি দুর্গ গত বছর ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর এই বছর ভগবান বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশের স্থান সারনাথ ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একদিকে ভারতভূমিতে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের স্মারক রয়েছে। অন্যদিকে আমাদের গৌরব ও মহিমাম্বিত ঐতিহ্য রক্ষার জন্য লড়াই করার অসাধারণ ক্ষমতার প্রতীকও রয়েছে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, প্রত্যেক ভারতীয়ের উন্নয়ন ও কল্যাণই বিকশিত ভারত গড়ে তোলার প্রকৃত লক্ষ্য। তেলুগু ভাষায় রচিত দেশাত্মবোধক গানগুলির মাধ্যমে মহান জাতীয়তাবাদী লেখক গুরুজাডা আশ্বারাও একটি চিরন্তন বার্তা দিয়েছেন—

“দেশমুন্‌ প্রেমিধুঃমন্‌মা, মঞ্চিঃ অন্নদি পেধুঃমন্‌মা।

দেশমন্তে মট্রি কাদোয়, দেশমন্তে মনুয়ুলোয়।”

এই পংক্তিগুলির সারমর্ম হল—

দেশকে ভালোবাসো,

ভালোকে লালন করো।

একটি দেশ শুধু তার ভূমি নয়,

একটি দেশ তার সমস্ত মানুষ।

আমার বিশ্বাস, সমাজের অংশগ্রহণ এবং সরকারের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারতের প্রতিটি গ্রামের মানুষ, প্রতিটি শহরের মানুষ এবং প্রতিটি পরিবার আরও সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। এই সর্বসম্মত্বী দেশপ্রেমের চেতনায় আসুন, আমরা স্বাধীন ভারতকে বিকশিত ভারতে রূপান্তরিত করার পবিত্র জাতীয় লক্ষ্যে নিজেদের উৎসর্গ করি।

ধন্যবাদ!

জয় হিন্দ!

জয় ভারত!

দেশভাগ ইতিহাসে বৃহৎ গণ বাস্তুচ্যুতির নিদর্শন- উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণান

নয়াদিল্লি: দেশভাগ শুধু রাজনৈতিক সীমানার পুনর্নির্ধারণ ছিল না, এর ফলে হাজার হাজার বছরের সংযুক্ত সভ্যতাগত ঐতিহ্যও বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। দেশভাগের তাড়াহুড়ো করে আঁকা সীমানার জের আজও ভারতের প্রতিরক্ষা নীতি, জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রয়েছে। দেশভাগ বিভীষিকা স্মরণ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক জাতীয় আলোচনাসভায় এমনই মন্তব্য করলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ও দেশভাগ অধ্যয়ন কেন্দ্র এবং ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনা সভার বিষয় ছিল ‘ভারত বিভাজন—বাস্তুচ্যুতি, বিচ্ছিন্নতা ও পুনর্বাসনের এক আখ্যান’। অনুষ্ঠানে দেশভাগের প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান উপরাষ্ট্রপতি। তাঁর কথায়, দেশভাগ ভারতের ইতিহাসের অন্যতম মর্মান্তিক ও অমানবিক অধ্যায়। দেশভাগ স্মরণের উদ্দেশ্য পুরনো ক্ষতকে বিদ্বেষের সঙ্গে ফের উসকে দেওয়া নয়, বরং আরও বেশি ঐক্য ও সম্প্রীতির পথে এগিয়ে যাওয়া—জানান উপরাষ্ট্রপতি। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশ যখন স্বাধীনতার গৌরব উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন দেশভাগের সময় যীরা প্রাণ হারিয়েছেন, যীরা সর্বশ্ব হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, তাঁদের আত্মত্যাগ ও যত্নগা স্মরণ করা প্রয়োজন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সি পি রাধাকৃষ্ণন বলেন, স্বাধীনতা দেশকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করেছিল। কিন্তু সেই স্বাধীনতার সঙ্গে এসেছিল এক নজিরবিহীন বিপর্যয় এবং মানব ইতিহাসের বৃহত্তম গণ-বাস্তুচ্যুতিগুলির অন্যতম। দেশভাগের বিপুল মানবিক মূল্য আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বিভাজন ও বিদ্বেষ কতটা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। দেশভাগের ইতিহাস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগের প্রশংসা করেন উপরাষ্ট্রপতি। ২০২৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতা ও দেশভাগ অধ্যয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, অল্প সময়ের মধ্যেই কেন্দ্রটি দেশভাগের শতাধিক প্রত্যক্ষদর্শী ও বেঁচে থাকা মানুষের মৌখিক সাক্ষ্য নথিভুক্ত করেছে। বক্তৃতা, সংগ্রহশালা এবং বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকেও এই ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, “আমাদের সন্তানদের দেশভাগের সত্য জানা উচিত।” এত বড় একটি বিপর্যয়কে কেবল পাঠ্যবইয়ের কয়েকটি লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। অতীতকে ভুলে গেলে তার বিপর্যয়কর পরিণতি পুনরায় ফিরে আসার আশঙ্কা থাকে বলেও তিনি সতর্ক করেন। দেশভাগের বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রভাবের কথা তুলে ধরে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, তাড়াহুড়ো করে সীমানা

পুনর্নির্ধারণের ফলে এমন একাধিক বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, যার প্রভাব এখনও রয়েছে। দেশভাগ ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।

সংকটের সময় রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকার গুরুত্বও তুলে ধরেন উপরাষ্ট্রপতি। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ়তা ও সংকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন তিনি।

দেশভাগের সময়কার ঘটনাবলি স্মরণ করে তিনি বলেন, মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রস্তুতি এবং আগাম পরিকল্পনা থাকা জরুরি। মানুষের নিরাপত্তাই যে কোনও পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত বলেও তিনি জোর দেন।

তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে দেশভাগের আরও গভীর সভ্যতাগত অভিঘাত। উপরাষ্ট্রপতির মতে, দেশভাগ শুধুমাত্র রাজনৈতিক সীমারেখা টেনে দেওয়া ছিল না; এর ফলে হাজার হাজার বছর ধরে পরম্পরের সঙ্গে যুক্ত একটি সভ্যতাগত ভূদৃশ্যও বিভক্ত হয়ে যায়। সিন্ধু নদ, কর্ভারপুর সাহিব, নানকানা সাহিব, প্রাচীন শক্তিপীঠ এবং হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো ও তক্ষশিলায় মতো গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগও এর ফলে বিচ্ছিন্ন হয়। দেশবাসীকে সংকীর্ণ পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় পরিচয়কে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানান উপরাষ্ট্রপতি। তাঁর বক্তব্য, কোনও জাতি, ধর্ম বা অঞ্চল দেশের চেয়ে বড় হতে পারে না। প্রত্যেক ভারতীয়ের ভারতীয় হিসেবে গর্বিত হওয়া এবং দেশের অভিন্ন সভ্যতাগত ঐতিহ্য ও জাতীয় পরিচয় সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। অনুষ্ঠানে দেশভাগের ১৫ জন প্রত্যক্ষদর্শী ও বেঁচে থাকা মানুষকে তাঁদের সাহস, সংগ্রাম, সহনশীলতা এবং দেশভাগের স্মৃতি সংরক্ষণে অবদানের জন্য সম্মানিত করেন উপরাষ্ট্রপতি।

পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের ‘মাদকমুক্ত ভারত’-এর শপথও পাঠ করান তিনি। তরুণ প্রজন্মকে মাদক থেকে দূরে থেকে সুস্থ, দায়িত্বশীল ও ইতিবাচক জীবনযাপনের পথ বেছে নেওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের শেষে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, দেশভাগ বিভীষিকা স্মরণ দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়—স্বাধীনতা অত্যন্ত মূল্যবান, ঐক্য অপরিহার্য এবং শান্তিকে কখনও নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায় না। অনুষ্ঠানে ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণা পরিষদ ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে দেশভাগের ইতিহাস নিয়ে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর বিভিন্ন নিদর্শন দেশভাগের বিপুল মানবিক মূল্যকে নতুন করে সামনে এনেছে বলে মন্তব্য করেন উপরাষ্ট্রপতি।



হিমাচলে ড্রোনের সাহায্যে জাতীয় পতাকা পৌঁছে দিচ্ছে ডাক বিভাগ

শিবাজী লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত ও কাশ্মীরী লাহিড়ী কর্তৃক মঙ্গলবাড়ি, ওল্ড মালদা রোড, মালদা— ৭৩২১৪২ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। যোগাযোগ- ৯৪৩৪৮৭৮১০৮, ইমেইল- kashmiradas20@gmail.com

এই পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এর কোনও মুদ্রিত সংস্করণ নেই। e-ISSN এর জন্য আবেদন করা হয়েছে।

ক
মি
ত্স
শমিত

না জানি কী
বলবে!!



ডাকে সাঙ্গ দিয়ে...